ইসলামী বোনদের ৮টি দ্বীনি কাজ সম্পর্কে
জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ লিখনী

ইসলামী বোনদের
৮টি দ্বীনি কাজ

দৈনিক ২টি দ্বীনি কাজ

১. ঘর দরস
২. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

সাপ্তাহিক ৪টি দ্বীনি কাজ

৩. সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা
৪. এলাকায়ি দাওরা
৫. সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ
৬. মাদানী মুযাকারা

মাসিক ২টি দ্বীনি কাজ

৭. নেক আমল
৮. মাদানী কোর্স

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

৮টি দ্বীনি কাজ

দরুদ পাকের ফযীলত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মাক্কী মাদানী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর একবার দরুদ পাক পাঠ করবে: صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতারা তার উপর ৭০টি রহমত বর্ষণ করবেন।[১]

رَحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف | رحمٰن خود ہے میرے طرف دار کی طرف
دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگئے وہاں | منہ ہونا چاہئے درِ سرکار کی طرف

রহমত না কিস তারাহ হো গুনাহগার কি তরফ
রহমান খোদ হে মেরে তরফদার কি তরফ
দেয় জাতে হে মুরাদ জাঁহা মাঙ্গিয়ে ওহাঁ
মুহ হোনা চাহিয়ে দরে সরকার কি তরফ[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৬৯২৫
২. যওকে নাত, পৃ. ১১১।

www.dawateislami.net

নেকির দাওয়াতের সফর

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক এই দ্বীনের হেফাযতের জন্য প্রতিটি যুগে এমন ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেছেন, যারা কেবল এই শক্তিশালী দ্বীনের উপর নিজেরা আমল করেননি বরং অন্যদের নিকট এর শিক্ষা পৌঁছাতে এবং নেকির দাওয়াত প্রসার করতে ভরপুর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মনে রাখবেন! আল্লাহ পাক সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর পূর্ণ কুদরতে এই দুনিয়া বানিয়েছেন, একে নানাভাবে সাজিয়ে এতে মানুষদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন, অতঃপর তাদের হেদায়েতের জন্য বিভিন্ন সময়ে রাসূল ও আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام কে পাঠিয়েছেন। তিনি যদি চাইতেন তবে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ছাড়াই পথভ্রষ্ট মানুষদের সংশোধন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা এমন যে, তাঁর বান্দারা নেকির দাওয়াত দেবে এবং তাঁর পথে কষ্ট সহ্য করে মহান দরবার থেকে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অতএব আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল ও নবীদের নেকির দাওয়াতের জন্য দুনিয়ায় পাঠাতে থাকলেন এবং সবশেষে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাঠালেন এবং তাঁর উপর নবুয়তের ধারাবাহিকতা শেষ করলেন। অতঃপর এই মহান দায়িত্ব তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের উপর সমর্পণ করলেন যেন তারা নিজেরা আপসে একে অপরের সংশোধন করতে থাকে এবং নেকির দাওয়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। সুতরাং মক্কা মুকাররমায় প্রিয় আকা মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রসার করেছেন এবং এই কাজে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইসলামের প্রচারে যে সহযোগিতা করেছেন তা

www.dawateislami.net

অতুলনীয়। উদাহরণস্বরূপ যখন এই ভূমিতে ইসলামের নূরের আলো পৌঁছাল, যা শীঘ্রই দারুল হিজরত, মদীনাতুন নবী এবং কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে যাচ্ছিল, তখন সেখানকার বাসিন্দারা বাইয়াতে উকবায়ে উলার পর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করল: তাঁদের নিকট এমন কোনো মুবাল্লিগ পাঠানো হোক, যিনি কেবল তাঁদের এলাকায় নেকির দাওয়াত প্রচার করবেন না বরং লোকজনকে কুরআন করীমের শিক্ষার মাধ্যমেও সজ্জিত করবেন। অতএব আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মুসআব বিন উমায়ের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে নির্বাচিত করলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নবুয়তের ১১তম বছর মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছালেন এবং মাত্র ১২ মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে এমন চমৎকারভাবে নেকির দাওয়াত প্রসার করলেন যে, মদীনা শরীফের প্রতিটি গলি ও পাড়া আল্লাহর যিকির ও মুস্তফার যিকিরের নূরে ঝলমল করতে লাগল। চারদিকে দ্বীন ইসলামের চর্চা ছড়িয়ে পড়ল। শিশু হোক বা যুবক, প্রত্যেকের হৃদয়ে ইশকে মুস্তফার প্রদীপ প্রজ্বলিত হলো। অতঃপর হজ্জের মৌসুমে তিনি ৭০ জন আনসারের একটি কাফেলা নিয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং এভাবে বাইয়াতে উকবায়ে সানিয়ায় মদীনার আনসার কাফেলার অংশীদাররা দিদারে মুস্তফার দৌলত পেয়ে সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন।[১]

مجھے تم یارسول اللہ دے دو جذبۂ تبلیغ | شہا! دیتا پھروں نیکی کی دعوت یارسول اللہ

মুঝে তুম ইয়া রাসূলাল্লাহ দেয় দো জযবায়ে তাবলীগ
শাহা! দেতা ফিরু নেকি কি দাওয়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ[২]

১. তাবাকাতে কুবরা, ৩/৮৮।
২. ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ. ৪০৬।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত মুসআব বিন উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাধ্যমে শীঘ্রই ইসলামের দাওয়াত মদীনায়ে তৈয়বার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। এটি তাঁর ঐ চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল ছিল, যা তিনি দিনরাত অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাতের বার্তা প্রচার করার জন্য দিনরাতের তোয়াক্কা না করে যখনই যেখানে নেকির দাওয়াত প্রদান করতে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, কখনো অলসতা করেননি।

میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا | یاخُدا! دَرْس دُوں سنّتوں کا، ہو کَرَم! بہرِ خاکِ مدینہ

মে মুবাল্লিগ বনু সুন্নাতোঁ কা খুব চর্চা করো সুন্নাতোঁ কা
ইয়া খোদা! দরস দুঁ সুন্নাতোঁ কা, হো করম! বেহরে খাকে মদীনা[১]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সফর

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর দ্বীনি চিন্তা, উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত হৃদয় এবং নেকির দাওয়াতের প্রতি আগ্রহী মানসিকতার ফল। তাঁর ব্যাকুলতা হলো প্রতিটি মুসলমান যেন প্রকৃত অর্থে গোলামীয়ে মুস্তফার তকমা গলায় পরে নেয় এবং সুন্নাতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখা যায়; যা দেখে মদীনার ঐ দৃশ্য মনে পড়ে যায়, যা মদীনার প্রথম মুবাল্লিগ অর্থাৎ হযরত মুসআব বিন উমায়ের دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর নেকির

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ. ৩৩২।

www.dawateislami.net

দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে মদীনায় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের সময় দেখা গিয়েছিল। অর্থাৎ যেভাবে হুযুরের আগমনে চারদিকে খুশির জোয়ার ছিল, পাগড়িকে পতাকা বানিয়ে উড়ানো হচ্ছিল, চারিদিকে মুখে মুখে ভালোবাসা ও ভক্তির সংগীত ছিল, তেমনিভাবে ঘরে ঘরে ইশকে মুস্তফার এমন প্রদীপ জ্বলে উঠুক যার আলোতে আখিরাতের পথের প্রতিটি মুসাফির নিজের গন্তব্যে ধাবমান থাকে এবং কখনো পথ না হারায় বা পথের সমস্যা ও মুসিবতে ক্লান্ত হয়ে বসে না পড়ে। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী যখন শুরু হয়েছিল তখন শুরুতে না কোনো বিভাগ ছিল, না কোনো পাঠ্যবই, না কোনো মুবাল্লিগ ছিল, না কোনো মুয়াল্লিম, না মারকায ছিল, না মাদরাসাতুল মদীনা বা জামিয়াতুল মদীনা; বরং কোনো কাজ করার স্পষ্ট পদ্ধতি পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। আর যদি এভাবে বলা হয় যে, দাওয়াতে ইসলামী আসলে শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একক সত্তার নাম ছিল, তবে অত্যুক্তি হবে না।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একনিষ্ঠ দোয়া, অক্লান্ত প্রচেষ্টা, শ্রেষ্ঠ হিকমতে আমলী এবং আন্দোলনে শরীয়তের অনুসরণের ফল যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই দ্বীনি সংগঠন সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি সুসংগঠিত সংগঠনের রূপ ধারণ করেছে, যার যেলী মুশাওয়ারাত থেকে আন্তর্জাতিক মজলিসে মুশাওয়ারাত এবং মারকাযি মজলিসে শূরা পর্যন্ত হাজার হাজার যিম্মাদার এবং সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইদের উত্তাল সমুদ্র হিসেবে দেখা যায়; লক্ষ লক্ষ ইসলামী বোনেরাও পর্দানশীন হয়ে দ্বীনি কাজে লিপ্ত আছেন।

www.dawateislami.net

تنہا چلا تُو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں
ہے دعوتِ اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام

میٹھا ترا کلام ہے الیاس قادِری
مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری

তনহা চলা তু সাথ তেরে হো গেয়া জাঁহা
মিঠা তেরা কালাম হে ইলইয়াস কাদেরী
হে দাওয়াতে ইসলামী কি দুনিয়া মেঁ ধুম ধাম
মকবুল তেরা কাম হে ইলইয়াস কাদেরী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সর্বপ্রথম দ্বীনি কাজ

সবচেয়ে প্রথম কাজ, যার মাধ্যমে শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের ধারাবাহিকতা শুরু করেছিলেন, তা হলো সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা। এখান থেকেই তিনি সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নেকির দাওয়াতের ধারাবাহিকতা বাড়িয়েছিলেন। এরপর সুন্নি মসজিদগুলোতে দরসের ধারাবাহিকতা শুরু হলো, তো শুরুতে "মুকাশাফাতুল কুলুব" থেকে দরস দেওয়া হতো। এরপর শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নির্জনতা অবলম্বন করলেন এবং প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতকে অসংখ্য সুন্নাতের সংকলন "ফয়যানে সুন্নাত" আকারে দান করলেন। এরপর দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ বাড়ার বরকতে বিভিন্ন শহর থেকে গড়ে উঠা আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দেখতে দেখতে সিন্ধু, পাঞ্জাব, খাইবার পাখতুনখোয়া (KPK), কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, গিলগিট বেলুচিস্তান এবং এরপর ভারত, বাংলাদেশ, আরব আমিরাত,

www.dawateislami.net

শ্রীলঙ্কা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া এবং কোরিয়ার মতো দেশগুলোতে দ্বীনি কাজের বাহার বিলিয়ে দিচ্ছে; বরং اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মুহূর্তে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি বার্তা সারা বিশ্বে পৌঁছে গেছে।

اللہ کرم ایسا کرے تجھ پر جہاں میں | اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو

আল্লাহ করম এ্যয়সা করে তুঝ পর জাঁহা মেঁ
এ্যয় দাওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মচি হো[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সেটআপ

দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সেটআপ যেলী স্তর থেকে শুরু হয়ে মারকাযি মজলিসে শূরা পর্যন্ত। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। দাওয়াতে ইসলামীর আলিশান ইমারতে যেলী স্তর এর ভিত্তি এবং মারকাযি মজলিসে শূরা ছাদের ভুমিকা রাখে। দাওয়াতে ইসলামীর শক্তিতে যদিও এর প্রতিটি বিভাগ গুরুত্বের অধিকারী, কিন্তু এই বাস্তবতা প্রতিটি সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি জানেন যে, ইমারতের স্থায়ীত্ব ভিত্তির শক্তির কারণে হয়ে থাকে। অতএব এটি একেবারে স্পষ্ট যে, দাওয়াতে ইসলামীতে যেলী স্তরের গুরুত্ব কতটুকু; যতটুকু যেলী স্তর শক্তিশালী হবে, ততটুকুই দাওয়াতে ইসলামী শক্তিশালী এবং উন্নতির আরও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকবে আর যেলী স্তরের শক্তি হলো যেলী স্তরের ৮টি দ্বীনি কাজের শক্তির মধ্যে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ. ৩১৫।

www.dawateislami.net

৮টি দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি ইসলামী বোনের মাদানী উদ্দেশ্যও এটিই যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ الله অতএব এই মাদানী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে ইসলামী বোনদের যেলী স্তরের ৮টি দ্বীনি কাজ দেওয়া হয়েছে। দিন হিসেবে যদি এগুলোর পর্যালোচনা করা হয় তবে এর বিন্যাস এমন:

দৈনিক ২টি দ্বীনি কাজ	১. ঘর দরস ২. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা
সাপ্তাহিক ৪টি দ্বীনি কাজ	৩. সাপ্তাহিক ইজতিমা ৪. এলাকায়ি দাওরা ৫. সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন ৬. মাদানী মুযাকারা
মাসিক ২টি দ্বীনি কাজ	৭. নেক আমল ৮. মাদানী কোর্স

বেকারত্ব ও ব্যবসায়িক বন্ধক দূর করার ওযিফা

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ১০০বার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْن **পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে পড়ার অভ্যাস বানিয়ে নিবে,** اِنْ شَآءَ الله **তার অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে।**

www.dawateislami.net

এই দ্বীনি কাজগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

দৈনিক ২টি দ্বীনি কাজ

১. ঘর দরস

(লক্ষ্যমাত্রা প্রতি যেলী স্তর: কমপক্ষে একজন ইসলামী বোন;
লক্ষ্যমাত্রা প্রতি যেলী স্তর: ১২টি ঘর দরস)

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কয়েকটি কিতাব ও পুস্তিকা ছাড়া বাকি সমস্ত কিতাব ও পুস্তিকা বিশেষ করে 'ফয়যানে সুন্নাত' থেকে ঘরে দরস দেওয়াকে সাংগঠনিক পরিভাষায় ঘর দরস বলা হয়। ঘর দরসও ইলমে দ্বীন ছড়ানোর একটি মাধ্যম, যার জন্য প্রতিটি ইসলামী বোনকে প্রতিদিন কমপক্ষে একটি ঘর দরস দেওয়ার উৎসাহ দেওয়া হোক।

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও পুস্তিকা থেকে দরস দেওয়া হোক। তবে কিছু কিতাব ও পুস্তিকা থেকে দরস দেওয়ার অনুমতি নেই, তার মধ্যে কয়েকটি হলো: (১) কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব (২) ২৮টি কুফরি বাক্য (৩) গানের ৩৫টি কুফরি বাক্য (৪) পর্দা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর (৫) চাঁদার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর (৬) আকিকা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর (৭) ইস্তিঞ্জার পদ্ধতি (৮) নামাযের আহকাম (৯) ইসলামী বোনদের নামায (১০) যিকির সম্বলিত নাতখানি (১১) নাতখাঁ এবং হাদিয়া (১২) লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা (১৩) কাপড় পবিত্র করার পদ্ধতি ও নাপাকির বর্ণনা (১৪) রফীকুল হারামাইন (১৫) রফীকুল মু'তামিরীন (১৬) হালাল উপায়ে উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

১. প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উম্মত পর্যন্ত কোনো ইসলামী বিষয় পৌঁছায়, যাতে এর দ্বারা সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা এর দ্বারা বদ-মাযহাবী বা ভ্রষ্টতা দূর হয় তবে সে জান্নাতী।[১]

২. রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তাকে সতেজ রাখুক, যে আমার হাদীস শোনে, মুখস্থ রাখে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছায়।[২]

৩. হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক নামের একটি হিকমত এটিও যে, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের প্রদানকৃত সহীফাসমূহ লোকজনকে অধিক পরিমাণে শুনিয়ে দরস দিতেন; অতএব তাঁর নামই ইদ্রিস (অর্থাৎ দরস প্রদানকারী) হয়ে গেছে।

৪. হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْباً۔ (অর্থাৎ আমি ইলম শিখতে থাকলাম, এমনকি কুতুবিয়াতের মর্যাদায় সমাসীন হলাম)।

৫. দরস দেওয়াও দাওয়াতে ইসলামীর একটি কাজ। ঘর, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে (পর্দার সতর্কতা সহকারে) সময় নির্ধারণ করে দরসের মাধ্যমে খুব বেশি সুন্নাতের মাদানী ফুল ছড়ান এবং অঢেল সাওয়াব অর্জন করে নিন।

৬. প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি দরস দেওয়া বা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করুন। (এই দুটির মধ্যে একটি ঘর দরস অবশ্যই হোক)।

---

১. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৪৫, নম্বর ১৪৪৫৬৬।
২. তিরমিযী, পৃষ্ঠা ৬২৬, হাদীস: ২৬৫৬।

www.dawateislami.net

৭. পারা ২৮, সূরা আত তাহরীমের ৬ষ্ঠ আয়াতে ইরশাদ করা হয়:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে বাগভীতে রয়েছে: পরিবারের লোকদের নেকির হুকুম দিয়ে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখে, তাদের ইলম ও আদব শিখিয়ে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও।[১]

(নিজেকে এবং নিজের পরিবারের লোকদের নেকির দাওয়াত দেওয়ার, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার এবং ইলম ও আদব শিখিয়ে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম ঘর দরসও)

৮. সমস্ত ইসলামী বোনেরা নিজেদের পরিবারের লোকদের (যাদের মধ্যে নামুহরিম থাকবে না) উপর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করে ঘর দরসে অংশীদার হওয়ার জন্য প্রস্তুত করুন, তবে এর জন্য জেদ করবেন না কারণ অহেতুক জেদ ও রাগে কাজ বিগড়ে যায়।

ہے فلاح وکامرانی نرمی وآسانی میں | ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں

হে ফালাহ ও কামরানি নরমী ও আসানি মেঁ
হার বনা কাম বিগড় যাতা হে নাদানি মেঁ

১. তাফসীরে বাগভী, পারা ২৮, সূরা আত তাহরীম, ৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৪৩০।

www.dawateislami.net

ঘর দরস শুরু করার জন্য পরিবারের ঐ মুহরিম ব্যক্তির উপর আগে প্রচেষ্টা করুন, যার হৃদয়ে আপনার প্রতি কিছু অনুগ্রহ রয়েছে; যদি সে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তবে ধীরে ধীরে অপররাও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এভাবে সংখ্যা বাড়তে থাকবে। কিন্তু এই ব্যাপারটি ধৈর্যের পরীক্ষা; এতে ধৈর্যের আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে।

৯. দরস সবসময় থেমে থেমে এবং ধীরস্থিরভাবে দিন।

১০. যা কিছু দরস দিবেন, আগে তা কমপক্ষে একবার পাঠ করে নিন, যাতে ভুল না হয়।

১১. এরাবকৃত বাক্যগুলো (অর্থাৎ যেসব শব্দের উপর যবর, যের ও পেশ রয়েছে সেগুলো) হারাকাত অনুযায়ীই আদায় করুন; এভাবে اِنْ شَآءَ الله উচ্চারণের বিশুদ্ধ আদায়ের অভ্যাস হবে।

১২. হামদ ও সালাত, দরুদ ও সালামের চারটি বাক্য, দরুদের আয়াত এবং সমাপ্তির আয়াত ইত্যাদি ঘরে বিদ্যমান কোনো মুহরিম (পিতা, ভাই, স্বামী, ছেলে) আলিম, ক্বারী অথবা কোনো সুন্নি আলিমা বা ক্বারিয়াকে অবশ্যই শুনিয়ে নিন। একইভাবে আরবী দোয়া ইত্যাদি যতক্ষণ বিশুদ্ধ তাজবীদের জ্ঞান সম্পন্না ইসলামী বোনকে না শোনাবেন, নিজের মতো করে একাকীও পড়বেন না।

১৩. দরস ও সমাপ্তি দোয়াসহ ৭ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করে নিন।

১৪. প্রত্যেক মুয়াল্লিমার (দরস প্রদানকারী) উচিত তিনি যেন দরসের পদ্ধতি, উৎসাহ এবং সমাপ্তি দোয়া মুখস্থ করে নেন।

www.dawateislami.net

ঘর দরস দেওয়ার উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রয়োজন অনুযায়ী ইলমে দ্বীন শেখা যেহেতু প্রত্যেক নর ও নারীর উপর ফরয, সেহেতু জরুরি ইলমে দ্বীন শেখার জন্য ঘর দরস একটি অনেক বড় মাধ্যম। সুতরাং ঘর দরস দেওয়ার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

✯ দরস দেওয়ার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি।

✯ এর মাধ্যমে পরিবারের লোকদের ভালোবাসা পোষণকারী বরং প্রকৃত অর্থে দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালা বানানো।

✯ দরসে অংশীদারদের নেক আমলের উপর আমল এবং প্রতিদিন পর্যালোচনা করে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার উৎসাহ প্রদান এবং মুহরিমদের কাফেলায় সফর করানো ও করানোর পাশাপাশি অন্যান্য দ্বীনি কাজে আমলীভাবে অংশীদার হওয়ার মানসিকতা দেওয়া।

✯ দরসে অংশীদারদের দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিম / মুবাল্লিগা ও মুয়াল্লিমা বানানো।

الٰہی ہر مُبلّغ پیکرِ اخلاص بن جائے | کرَم ہو دعوتِ اسلامی والوں پر کرم مولیٰ

ইলাহী হার মুবাল্লিগ পেয়করে ইখলাস বন জায়ে
করম হো দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালোঁ পর করম মওলা[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ. ৯৯।

www.dawateislami.net

দরস দেওয়ার পদ্ধতি

(ফয়যানে সুন্নাত এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের অন্যান্য কিতাব ও পুস্তিকা থেকে দরস দেয়াকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ "দরস" এর উপর আমল বলে গণ্য হবে)

দরস প্রদানকারীর জন্য নির্দেশনা: দরস প্রদানকারী ব্র্যাকেটের () ভেতরে যা লেখা আছে তা পড়ার পরিবর্তে আমল করবেন। (তিনবার এভাবে ঘোষনা করুন) কাছাকাছি এসে বসুন।

(অতঃপর পর্দার উপর পর্দা করে দু'যানু হয়ে বসে এভাবে শুরু করুন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(এরপর এভাবে দরূদ ও সালাম পড়ান)

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

(অতঃপর এভাবে বলুন)

কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু'যানু হয়ে বসুন, যদি অসুবিধা হয়, তবে যেভাবে আপনাদের সুবিধা হয় সেভাবে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়তে ফয়যানে সুন্নাত এর দরস শুনুন, কেননা অমনোযোগী হয়ে এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে, জমিনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে, পোশাক, শরীর, চুল কিংবা দাড়ি

www.dawateislami.net

ইত্যাদি নড়াচড়া করতে করতে শুনলে এর বরকত সমূহ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (বয়ানের শুরুতেও এভাবে উৎসাহ দিন ও ভালো ভালো নিয়তও করান।) এরপর ফয়যানে সুন্নাত হতে দেখে দেখে দরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন। (অতঃপর বলুন)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান। আয়াত ও আরবী ইবারত সমূহের শুধুমাত্র অনুবাদ পড়ুন। নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না।)

দরসের শেষে এভাবে উৎসাহ প্রদান করুন!

(প্রত্যেক মুবাল্লিগের এটি মুখস্ত করে নেয়া উচিৎ এবং দরস ও বয়ানের শেষে কোনরূপ সংযোজন বিয়োজন ছাড়া হুবহু এভাবে উৎসাহ দিন)

খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফা অর্জনের জন্য প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর আমিরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা দেখার ও শুনার, দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সাওয়াবের নিয়তে অংশগ্রহণ এবং প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা নিজের এই মানসিকতা গড়ুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের

www.dawateislami.net

সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” اِنْ شَآءَ الله নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য মুহরিমদের মাদানী কাফেলায় সফর করাতে হবে। اِنْ شَآءَ الله

اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں | اے دعوتِ اسلامی تری دھوم مچی ہو

আল্লাহ করম এ্যয়সা করে তুঝপে জাহাঁ মে
এ্যয় দাওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাচি হোঁ

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পরিশেষে খুশু ও খুযু (খুশু অর্থাৎ শরীরের বিনয় এবং খুযু অর্থাৎ মন ও মননের উপস্থিতি) সহকারে দোয়া, হাত উত্তোলনের আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া এভাবে দোয়া করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

ইয়া রব্বে মুস্তফা! বাতুফাইলে মুস্তফা صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ পাক! দরসের ভুল-ত্রুটি ও সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আমাদেরকে আশিকে রাসূল, পরহেযগার ও পিতা-মাতার বাধ্য করে দাও। হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে নেক আমলের উপর আমল করা একং আমাদের মুহরিমদের মাদানী কাফেলায় সফর করানো আর একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্যদেরকেও দ্বীনি কাজের উৎসাহ দেয়ার প্রেরণা দান করো। হে আল্লাহ পাক! মুসলমানদের রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা এবং বিভিন্ন পেরেশানি সমূহ থেকে মুক্তি দান করো। হে আল্লাহ পাক! ইসলামের উন্নতি দান করো। হে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক! আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ততা দান করো। হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে সবুজ গুম্বজের নিচে তোমার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করো। হে আল্লাহ পাক! মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল বাতাসের উসিলায় আমাদের সকল জায়িয দোয়া কবুল করো।

کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے ترے | کردے پوری آرزو ہر بیکس و مجبور کی

কেহতে রেহতে হে দোয়াকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে
করদে পুরি আ'রজু হার বে'কাসোঁ মজবুর কি

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এরপর এই আয়াতে মুবারাকা পাঠ করুন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬)

সবাই দরূদ শরীফ পাঠ করার পর পড়ুন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা ২৩, সুরা আস সাফাত, আয়াত ১৮০, ১৮১, ১৮২)

(পরিশেষে কালেমা পাঠ করে সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে মুখের উপর উভয় হাত বুলিয়ে নিন)

www.dawateislami.net

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! আমাকে এবং যারা ঘরে দরস দেয় তাদের সবাইকে বরং আমাদের সকলকে আপন প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হিসেবে জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা দান করো। হে আল্লাহ পাক! যারা কিয়ামত পর্যন্ত দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত থেকে ঘর দরসের ব্যবস্থা করতে থাকবে, তাদের ক্ষেত্রেও আমার এই অসম্পূর্ণ দোয়া কবুল করে নাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

(লক্ষ্যমাত্রা: প্রতি যেলী স্তরে কমপক্ষে একটি প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা; অংশীদার: (বেতনভুক্ত শিক্ষিকার জন্য) কমপক্ষে ১২ থেকে ১৯ জন, সময়কাল এক ঘণ্টা। (বেতনহীন শিক্ষিকার জন্য) কমপক্ষে ৫ জন ইসলামী বোন)

দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে প্রতিদিন যেলী স্তরে বয়স্ক ইসলামী বোনদের সঠিক উচ্চারণ সহকারে কুরআনে করীম পড়ানোর ধারাবাহিকতা হয়, যাকে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা বলা হয়।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কুরআন আরবী ভাষায় Arabic language আরবী আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে আরবী ঢঙে পড়ার নির্দেশ এভাবে দিয়েছেন: "اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَب অর্থাৎ কুরআনকে আরবী ঢঙে পড়ো।"[১] কিন্তু

১. মু'জামু আওসাত, ৫/২৪৭, হাদীস ৭২২৩।

www.dawateislami.net

দুর্ভাগ্যবশত! উচ্চারণের বিশুদ্ধতার সাথে আরবী ঢঙে এখন কুরআনে করীম পাঠকারী খুব কম। (ح এবং ه, ذ, ز, ظ, ض এবং ث, س, ص এবং ع ও ء)-এর মধ্যে পার্থক্য করে পাঠকারিণী খুব নগণ্য। মনে রাখবেন! বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কুরআন পড়া ফরয। (ح এবং ه, ذ, ز, ظ, ض এবং ث, س, ص এবং ع ও ء) আদায়ের ক্ষেত্রে স্পষ্ট পার্থক্য থাকা চাই। لَحْنِ جَلِي (যেমন এক হরফের বদলে অন্য হরফ পড়ার কারণে) যদি অর্থ বিকৃত হয় তবে নামাযও নষ্ট হয়ে যায়। অতএব এই কারণেই যেসব ইসলামী বোনেরা বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কুরআনে করীম পড়তে জানেন না, তাঁদের প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার অধীনে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কুরআনে করীম পড়া ও পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। কারণ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে কুরআনের শিক্ষা লাভ করে এবং অন্যদের শিক্ষা দেয়।"[১]

মাদানী ফুল: সকাল ৮টা থেকে আসরের আযান পর্যন্ত যেকোনো সময় কোনো পর্দানশীন জায়গায় প্রতিদিন এক ঘণ্টা এবং যোগাযোগ বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগের অধীনে ৪১ মিনিট প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা হওয়া উচিত; যখন এক ক্লাসে ১৯ জনের বেশি হয়ে যাবে তখন দ্বিতীয় ক্লাস শুরু করে দেওয়া হবে।

১. বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলুল কোরআন, ১২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০২৭।

www.dawateislami.net

প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার একটি নতুন পদক্ষেপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা যেলী স্তর সমূহে পরিচালিত হচ্ছে, এখন এর পাশাপাশি নিজেদের ঘরেও প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা লাগানো হবে। এর নাম "ঘর প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা।"

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী: কার্যক্রম পরিচালনা করুন আসুন কুরআন শিখি এবং শেখাই।[১] দাওয়াতে ইসলামীর সমস্ত ইসলামী ভাই ও বোনেরা প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার দ্বীনি কাজে নিমগ্ন হয়ে যান।[২]

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! প্রতিদিন প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা পাঠকারী এবং পাঠদানকারীদের চোখের পলকে পুলসিরাত পার হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। আমীন।[৩] আত্তারের দোয়ার অংশ পেতে বেশি বেশি ঘরে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা শুরু করুন।

ঘরে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার সংজ্ঞা

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিজের ঘরের মুহরিম ইসলামী ভাই, আম্মা, বোন, শাশুড়ি, ননদ, দেবরের স্ত্রী ও ভাসুরের স্ত্রী এবং মেয়েকে পড়ানো, যারা আগে থেকে কোনো মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ে না এবং

১. মাদানী মুযাকারার সাংগঠনিক ও অন্যান্য মাদানী ফুল, ৬ ডিসেম্বর ২০১৪।
২. মাদানী মুযাকারার সাংগঠনিক ও অন্যান্য মাদানী ফুল, ৬ ডিসেম্বর ২০১৪।
৩. মাদানী মুযাকারা পর্ব ৯৮০।

www.dawateislami.net

যাদের তাজবীদও বিশদ্ধ নয়। এই দ্বীনি কাজের মানসিকতা প্রতিটি সেই ইসলামী বোনকে প্রদান করুন, যারা তাজবীদে উত্তীর্ণ, হোক তারা জামিয়াতুল মদীনার ছাত্রী ও মুয়াল্লিমা, যারা টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েছেন, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা গার্লসের বেতনভুক্ত মুদাররিসা হোন বা অনলাইন মুদাররিসা হোন, মুদাররিসা কোর্সের ছাত্রী হোন বা দারুল মদীনার ক্বারিয়া এবং মুফাত্তিশা হোন।

- ❖ মাদরাসায় পড়ার ব্যক্তি যদি একজন মুহরিমও হয় তবে তাকে কার্যবিবরনীতে গন্য করা হবে।
- ❖ দুইজন ব্যক্তি হলে ১৫ মিনিটের শিডিউল হবে।
- ❖ দুইজনের বেশি ব্যক্তি হলে ৩৫ মিনিটের শিডিউল হবে।
- ❖ প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা পড়ার বিষয়ে ভালো ভালো নিয়ত করান।
- ❖ ৫ মিনিট ফয়যানে সুন্নাত বা আমীরে আহলে সুন্নাতের পুস্তিকা থেকে দরস প্রদান করুন।
- ❖ ২৫ মিনিট সবক পড়ানো এবং শোনার ব্যবস্থা করুন।
- ❖ ৫ মিনিট প্রশিক্ষণ যাতে আরবী নামায, কালেমা, ঈমানিয়াত (ঈমানে মুফাসসাল ও ঈমানে মুজমাল), আম্মা পারার শেষ দশটি সূরা এবং দোয়া মুখস্থ করা ও শোনার ব্যবস্থা হয়।

যদি যেলী স্তরে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে ৮টি দ্বীনি কাজের বাহার আসতে পারে। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ২৬টি মাদানী ফুল পাঠ করুন)

www.dawateislami.net

دے شوقِ تلاوت دے ذوقِ عبادت | رہوں باوضو میں سدا یاالٰہی

দেয় শওকে তিলাওয়াত দেয় যওকে ইবাদত
রাহুঁ বা-ওযু মে সদা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ৪টি দ্বীনি কাজ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'মিনহাজুল আবেদীন'-এ বলেন: মুসলমানদের সমষ্টিগত ইবাদত দ্বারা দ্বীন শক্তিশালী হওয়া ও ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং কাফের ও বেদ্বীনরা মুসলমানদের ইজতিমা দেখে জ্বলে আর জুমা ইত্যাদি দ্বীনি ইজতিমার উপর আল্লাহ পাকের বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হয়; অতএব নির্জনতাপ্রিয় ব্যক্তির উপর আবশ্যক যে জুমা, জামাআত ও দ্বীনি ইজতিমায় সাধারণ মুসলমানদের সাথে অংশীদার থাকা।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুসলমানদের ইজতিমা কেবল ইসলামের শান ও শওকতই প্রকাশ করে না বরং শরয়ী আহকাম শেখারও একটি অনেক বড় মাধ্যম এবং এগুলোর জন্য যদি কোনো বিশেষ দিন নির্ধারণ করে নেওয়া হয়, তবে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ঐ একদিনে জমা হওয়াও সম্ভব। যেমন; যখন মদীনায় ইসলামের বার্তা প্রচার হলো এবং শহর ও চারপাশ থেকে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করল, তখন হযরত মুসআব বিন উমায়ের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

১. মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা ১২৪।

www.dawateislami.net

দরবার থেকে জুমার নামায কায়েম করার হুকুম দেওয়া হলো,[১] যাতে তিনি ঐদিন জমা হওয়া সমস্ত ব্যক্তিদের ইজতিমায়ীভাবে ইসলামী আহকাম শেখাতে পারেন। একইভাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ও বৃহস্পতিবারের দিনটি লোকজনকে ওয়াজ ও নসিহত করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।[২] অতএব ওয়াজ ও নসিহতের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সাপ্তাহিক ইজতিমার ব্যবস্থা এভাবে করা হয়েছে:

৩. সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা

(লক্ষ্যমাত্রা প্রতি যেলী স্তর: সাপ্তাহিক ইজতিমা ১টি এবং প্রতি যেলী স্তরে ইজতিমার অংশীদার কমপক্ষে ১২ জন ইসলামী বোন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ)

সপ্তাহে যেকোনো একদিন নির্ধারণ করে ২ ঘণ্টার সময়কালে যেলী স্তর পর্যায়ে পর্দানশীন জায়গায় ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা আয়োজন করা হয়।

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা

১. সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জন্য সজ্ঞান, সময়ের নিয়মানুবর্তিতা সম্পন্না, যোগ্য, দায়িত্ববোধ সম্পন্না ইসলামী বোনকে ইজতিমা যিম্মাদার নিযুক্ত করুন।

২. সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জন্য ইসলামী বোনদের মাঝে বিভিন্ন যিম্মাদারী বণ্টন করুন।

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/১৬৩।
২. বুখারী, কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা ৯১, হাদীস ৭০।

www.dawateislami.net

৩. অংশীদার ইসলামী বোনদের স্বেচ্চাসেবার জন্য মিশুক, নরম স্বভাবের, সময়ের নিয়মানুবর্তিতা সম্পন্না স্বেচ্ছাসেবী ইসলামী বোন নিযুক্ত করুন।

৪. হারানো জিনিসের নিরাপত্তার জন্য আমানতদার, সময়ের নিয়মানুবর্তিতা সম্পন্না, দায়িত্ববোধ সম্পন্না ইসলামী বোনকে যিম্মাদার নিযুক্ত করুন।

৫. ইজতিমার পর নতুন আগত ইসলামী বোনদের সাথে এগিয়ে গিয়ে ভালোবাসা, মনোযোগ এবং আন্তরিকতার সহিত সাক্ষাৎ ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করে নিজেদের কাছে নাম ও যোগাযোগ নম্বর লিখে নিয়ে পরে যোগাযোগ রাখুন এবং সুযোগ বুঝে উৎসাহ প্রদান করুন।

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল

বিদেশে যেসব স্থানে ইসলামী বোনদের বেশি সময় দিতে সমস্যা হয় সেখানে সাপ্তাহিক ইজতিমা এক ঘণ্টা ৩০ মিনিট হয়ে থাকে। অতএব ১২০ মিনিট (২ ঘণ্টা) এবং ৯০ মিনিট (দেড় ঘণ্টা) উভয় ধরণের সাপ্তাহিক ইজতিমার শিডিউল উপস্থাপন করা হলো:

নং	শিডিউল (Schedule)	সময়কাল	বিদেশে সময়কাল
১	তিলাওয়াত	৩ মিনিট	৩ মিনিট
২	নাত শরীফ	৬ মিনিট	৬ মিনিট
৩	দরস ও দোয়া মুখস্থ করানো	১৫ মিনিট	১২ মিনিট
৪	সুন্নাত ও ঘোষণা সহকারে বয়ান	৬৩ মিনিট	৪৫ মিনিট
৫	দরুদ পাক	৬ মিনিট	৬ মিনিট

www.dawateislami.net

৬	যিকির ও দোয়া	২০ মিনিট	১০ মিনিট
৭	সালাত ও সালাম	৪ মিনিট	৫ মিনিট
৮	মজলিস সমাপ্তির দোয়া	৩ মিনিট	৩ মিনিট
মোট সময়কাল		১২০ মিনিট (২ ঘণ্টা)	৯০ মিনিট (দেড় ঘণ্টা)

স্থানীয় ভাষায় মাসিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল (বিদেশে)

এমন দেশ যেখানে এমন নব-মুসলিম (New Muslims) আছেন যাদের ইসলামের প্রাথমিক তথ্য নেই এবং এমন স্থানীয় লোক (যারা ঐ দেশেই জন্ম নিয়েছে ও বড় হয়েছে) উর্দু বা ইংলিশ বলতে বা বুঝতে পারে না, যদি ঐ স্থানীয় ইসলামী বোনেরা নিজেদের ভাষায় কম সময়ে ইজতিমা চায় তবে তাদের মাঝে দ্বীন ইসলামের মৌলিক তথ্য দেওয়ার জন্য একটি মাসিক সংক্ষিপ্ত সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল রয়েছে; যার মাধ্যমে বেশি থেকে বেশি স্থানীয় ইসলামী বোনদের দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের কাছে আনা সম্ভব হয়।

নং	বিভাগ	সময়কাল	বিস্তারিত
১	তিলাওয়াত	৩ মিনিট	-----
২	নাত শরীফ	১০ মিনিট	কাসিদায়ে বুরদাহ শরীফ/মওলুদ বারজানজী (মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত)
৩	দরস	৭ মিনিট	স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকার সাহায্যে

www.dawateislami.net

৪	বয়ান	২৫ মিনিট	স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকার সাহায্যে
৫	ফিকহ শেখানো	১১ মিনিট	অজু, গোসল, নামাযের পদ্ধতি, পবিত্রতা (হায়েয ও নেফাস); যদি স্থানীয় ভাষায় 'ইসলামী বোনদের নামায' কিতাব থাকে
৬	দরুদে পাক	৬ মিনিট	-----
৭	যিকির ও দোয়া	১২ মিনিট	আরবী দোয়াগুলো বিশুদ্ধ তাজবীদের সাথে মুখস্থ করানো
৮	সালাত ও সালাম এবং সমাপ্তি দোয়া	৫ মিনিট	মুস্তফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম / ইয়া নবী সালামু আলাইকা
মোট সময়কাল		৭৯ মিনিট (১ ঘণ্টা ১৯ মিনিট)	

দোয়ায়ে আত্তার:

جو پابند ہے اجتماعات کا بھی | میں دیتا ہوں اس کو دُعائے مدینہ

জো পাবন্দ হে ইজতিমাআত কা ভি
মে দেয়তা হু উস কো দোয়ায়ে মদীনা[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ. ৩৬৯।

www.dawateislami.net

৪. এলাকায়ি দাওরা

(লক্ষ্যমাত্রা এলাকায়ি দাওরা: প্রতি যেলী স্তরে সাপ্তাহিক ১টি এলাকায়ি দাওরা। লক্ষ্যমাত্রা অংশীদার: কমপক্ষে ৭ জন ইসলামী বোন)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার একদিন পূর্বে অথবা যেদিন সুবিধা হয় "এলাকায়ি দাওরার মাদানী ফুল"-এ দেওয়া কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ৭২ মিনিটের সময়কালে পরিচিত গলিগুলোতে পর্দার সতর্কতা মেনে ঘরে ঘরে গিয়ে ইসলামী বোনদের নেকির দাওয়াত প্রদান করা হয়; একে এলাকায়ি দাওরা বলা হয়।

کرم سے نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ دے | دُھوم سُنَّتِ محبوب کی مچا یارب

করম সে নেকি কি দাওয়াত কা খুব জযবা দে
ধুম সুন্নাতে মাহবুব কি মাচা ইয়া রব[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নেকির দাওয়াত আসলে দাওয়াতে ইসলামীর পরিবেশে ব্যবহৃত একটি বিশেষ পরিভাষা, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নেকির দাওয়াত দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। এর বিষয়ে বিশুদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (নেকির দাওয়াত) প্রতিটি মানুষের উপর তার পদমর্যাদা status এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ওয়াজিব; এর উপর কুরআন ও সুন্নাত সাক্ষী এবং উম্মতের ইজমাও রয়েছে। (নেকির দাওয়াত) শাসকবর্গ, উলামা ও

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ. ৭৭।

www.dawateislami.net

মাশায়েখ বরং প্রতিটি মুসলমানের যিম্মাদারী; একে শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করা সঠিক নয় আর বাস্তবতা এটি যে, যদি প্রতিটি মানুষ একে নিজের যিম্মাদারী মনে করে তবে সমাজ নেকির বাসস্থলে পরিণত হতে পারে।[১]

মন্দকে বদলানোর জন্য প্রতিটি শ্রেণিকে তার শক্তি অনুযায়ী যিম্মাদারী দেওয়া হয়েছে, কারণ ইসলামে কোনো মানুষকে তার শক্তির অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া হয় না। সরকারি ও অন্যান্য পদাধিকারী, শিক্ষক Teachers, পিতামাতা Parents প্রমুখ যারা নিজেদের অধিনস্তদের নিয়ন্ত্রণ Control করতে পারেন, তারা আইনের Law উপর কঠোরভাবে আমল করিয়ে এবং বিরোধিতার শুরুতে শাস্তি দিয়ে মন্দের অবসান ঘটাতে পারেন। ইসলামের মুবাল্লিগগণ, উলামা ও মাশায়েখ, লেখক ও সাংবাদিক Journalists এবং অন্যান্য গণমাধ্যম Means of Communication যেমন রেডিও Radio ও টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে সব মানুষ নিজেদের বক্তৃতা, লেখনী বরং কবিরা Poets নিজেদের কবিতার Poems মাধ্যমে মন্দের বিনাশ এবং নেকির প্রসার ঘটান। بِلِسَانِهٖ (অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা নেকির দাওয়াত পেশ করার) অধীনে এই সমস্ত ধরন অন্তর্ভুক্ত হয়। আর সাধারণ মুসলমান যার শাসনের কোনো ক্ষমতা নেই এবং লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমেও মন্দের বিনাশ করতে পারে না, সে অন্তর থেকে ঐ মন্দকে মন্দ জানবে; যদিও এটি ঈমানের দুর্বলতম স্তর। কারণ চেষ্টা করে জিহ্বা দ্বারা বাধা দেওয়া উচিত; কিন্তু অন্তর থেকে মন্দ জানলে নিশ্চয়ই সে নিজে মন্দের

১. মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৫০২।

www.dawateislami.net

কাছে যাবে না এবং সমাজের Society অসংখ্য ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক পথে চলে আসবে।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে ইলমে দ্বীন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তরাধিকার সম্পদ, যা অর্জনের জন্য প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। যেমন; বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাজারে গমন করলেন এবং লোকজনকে বললেন: হে লোকেরা! আমি তোমাদের এখানে দেখছি অথচ সেখানে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন হচ্ছে। তোমরা গিয়ে নিজেদের অংশ কেন গ্রহণ করছ না? এটি শুনে লোকেরা জিজ্ঞেস করল: কোথায় উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন হচ্ছে? বললেন: মসজিদে। তারা দ্রুত মসজিদের দিকে চলে গেল কিন্তু তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা ফিরে এসে আরয করল: আমরা তো সেখানে কোনো সম্পদ বণ্টন হতে দেখিনি। জিজ্ঞেস করলেন: তবে তোমরা কী দেখলে? আরয করল: আমরা দেখলাম যে, কিছু লোক নামায পড়ছে, কেউ তিলাওয়াত করছে আর কেউ ইলমে দ্বীন অর্জন করছে। এতে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: এটিই তো উভয় জগতের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তরাধিকার সম্পদ।[২]

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: দাওয়াতে ইসলামীর যে বড় থেকে বড় যিম্মাদার এলাকায়ি দাওরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে না, সে আমার দৃষ্টিতে প্রবল দায়িত্বহীন। (যে বাধ্য সে

১. মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৫০৩।
২. মু'জামু আওসাত, বাবুল আলিফ, ১/৩৯০, হাদীস ১৪২৯।

www.dawateislami.net

অপারগ)। সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট করে নিজের যেলী স্তরে কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ঘরে ঘরে গিয়ে নেকির দাওয়াত অবশ্যই দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৫. সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

(লক্ষ্যমাত্রা প্রতি যেলী স্তর: প্রতিটি সম্পৃক্ত ব্যক্তি সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ করবে)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অথবা জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে কয়েক পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা পড়ার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। সমস্ত যিম্মাদার ও সম্পৃক্ত ইসলামী বোনদের উচিত যে, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে পুস্তিকা পড়া / শোনা।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন ইলমে দ্বীনে উন্নতি, নসিহত অর্জনের মাধ্যম এবং আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভের মাধ্যম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সবার সাথে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং একটি কবরস্থানে থাকতেন। তাঁকে যখনই দেখা যেত তাঁর হাতে কোনো না কোনো কিতাব থাকত এবং তিনি তা পড়তেন। একবার যখন তাঁর নিকট কবরস্থানে থাকা এবং সবসময় কিতাব পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: কবর থেকে বেশি নসিহতকারী এবং কিতাব থেকে বেশি উপকার প্রদানকারী আর কেউ নেই।[১]

১. কিতাবুল হাইওয়ান, ১/৪৫।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্তমান সময়ের পথভ্রষ্টতা এবং সবদিকে ছড়িয়ে থাকা অশান্তিতে দ্বীনি কিতাব পাঠ এবং দ্বীনি কিতাবের প্রতি ভালোবাসা অনেকাংশে মানসিক ও হৃদয়ের প্রশান্তির মাধ্যম হবে। এজন্য দ্বীনি কাজ "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন" করাকে আবশ্যক করে নিন এবং ওলীয়ে কামেলের দোয়ারও অংশীদার হোন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৬. মাদানী মুযাকারা

(লক্ষ্যমাত্রা প্রতি যেলী স্তর: ১২ জন ইসলামী বোন)

১. শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩৯ হিজরীর বিশেষ মাদানী মুযাকারায় এরূপ বলেছেন: মাদানী মুযাকারায় সবার অংশীদার হওয়া উচিত; মাদানী মুযাকারায় অংশীদার হওয়ার মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের মাদানী ফুল পাওয়া যায়। আমি আমার সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাগুলো স্থানান্তরিত করতে চাই; শুরু থেকে যে কাজগুলো করতে চাই তা দিচ্ছি, এতে তাদের সাহায্য হবে। যে ঘরে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করতে চায় তার উচিত যে, সে যেন মাদানী মুযাকারা শোনে; এটি ঘরে দ্বীনি পরিবেশ তৈরির সরঞ্জাম। এতে অগণিত দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয় পাওয়া যায়। এটি আমার জীবনের শেষ সময়কাল। আমি বলতে থাকি, আমি চাই সাংগঠনিক মাদানী ফুল আপনাদের মাঝে স্থানান্তরিত করে যেতে; এর দ্বারা দ্বীনি খেদমত হয়। যিম্মাদাররা দুনিয়ার যেখানেই থাকুন মাদানী মুযাকারা অবশ্যই শুনুন।

www.dawateislami.net

দোয়ায়ে আত্তার! মাদানী মুযাকারা যে নিয়মিত শোনে, এর আয়োজন করে, এর জন্য প্রচেষ্টা করে, এর কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিবেন না যতক্ষণ প্রিয় মাহবূবের দিদার না করে নেয় এবং কালেমা না পড়ে নেয়।

২. প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" অর্থাৎ মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম।[১] এজন্য মাদানী মুযাকারা বিভাগের প্রতিটি স্তরের যিম্মাদার, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দেওয়া ৬৩টি নেক আমলের মধ্য থেকে প্রথম নেক আমলের উপর আমল করে এই নিয়ত করতে থাকুন যে, আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুশির জন্য দাওয়াতে ইসলামীর "মাদানী মুযাকারা বিভাগ"-এর দ্বীনি কাজ মাদানী মারকাযের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী করব।

✯ মাদানী ফুল নির্ধারিত হওয়ার পর এর বাস্তবায়নই (Implementation) আসল বিষয়।[২]

✯ মাদানী মুযাকারা, ফরয উলূম এবং দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ শেখার সর্বোত্তম মাধ্যম।[৩]

✯ মাদানী মযাকারার মাধ্যমে আপনারা সংগঠন সম্পর্কে শিখবেন।

✯ আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী হলো: আমি মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতাসমূহ আপনাদের জানাচ্ছি, আপনারা গ্রহণকারী হোন।

---

১. মু'জামু কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।
২. শূরা ও কাবীনার মাদানী মাশওয়ারার মাদানী ফুল , ২২ থেকে ২৬ আগষ্ট ২০১৩ইং।
৩. শূরা ও কাবীনার মাদানী ফুল, ৩ থেকে ৭ জানুয়ারী ২০১১।

www.dawateislami.net

☆ নেয়ামতের কদর তা ছিনিয়ে নেওয়ার পর হয়ে থাকে।[১]

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক সত্তার উপর আল্লাহ পাক এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া রয়েছে। তাঁর লেখনীর পাশাপাশি তাঁর মুবারক মুখেও আল্লাহ পাক এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছেন যে, অনেক গুনাহগার তাঁর সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মাদানী মুযাকারার বরকতে তাওবা করে নেককার হয়ে গেছে। নেককারদের হৃদয়ের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়, তাঁর সাহচর্য আমল সংশোধনের মাধ্যম হয়। তাঁর ফয়যানে দাওয়াতে ইসলামীর অন্যান্য মুবাল্লিগদের বয়ানও সমাজ সংশোধনের মাধ্যম হচ্ছে; এই কারণেই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে প্রতিটি ইসলামী বোনকে প্রতিদিন কমপক্ষে একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারা শোনার উৎসাহ দেওয়া হয় যাতে এর মাধ্যমে নিজের সংশোধনের মাদানী ফুল কুড়ানোর সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে আকিদা ও আমল, শরীয়ত ও তরিকত, ইতিহাস ও সীরাত, চিকিৎসা ও রূহানিয়ত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন (Questions) করা হয় এবং আপনি সেগুলোর উত্তর (Answers) প্রদান করেন; একে দাওয়াতে ইসলামীর পরিভাষায় মাদানী মুযাকারা বলা হয়। আর শনিবার (Saturday) ইশার নামাযের পর হওয়া মাদানী মুযাকারাকে "সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা" নাম দেওয়া হয়েছে। (প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় বিশেষভাবে ইসলামী বোনদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহ ছেলে বা মেয়েদের মাধ্যমে অথবা SMS ইত্যাদির মাধ্যমেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়)

১. মারকাযি মজলিশে শূরা ও পাকিস্তান ইন্তিযামী কাবীনার মাদানী মাশওয়ারা, ২৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইং।

www.dawateislami.net

মাসিক ২টি দ্বীনি কাজ

৭. নেক আমল

(লক্ষ্যমাত্রা: প্রতি যেলী স্তরে ১২ জন ইসলামী বোন)

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফাসাদের যুগে নেকি করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়ত ও তরিকতের এক পূর্ণাঙ্গ সংকলন ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি নেক আমল, জামিয়াতুল মদীনার ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি এবং মেয়ে শিশুদের জন্য ৪০টি নেক আমল প্রশ্নাকারে (Questions) প্রদান করেছেন। অতএব নিজের সংশোধনের জন্য নিজেও এই নেক আমলগুলোর উপর আমল করুন এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করা সংক্রান্ত নেক আমলের উপর আমলের মাধ্যমে প্রতি মাসে নেক আমলের প্রতি যেলী স্তরে কমপক্ষে ২৬টি পুস্তিকা বিতরণ করে তা সংগ্রহ করারও চেষ্টা করুন। পুস্তিকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১২টি।

নেক আমল সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেক আমলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: যখন আমি জানতে পারি যে, অমুক ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোনের নেক আমলের উপর আমল রয়েছে, তখন অন্তর খুশিতে আত্মহরা বরং মদীনার বাগান হয়ে যায়। অথবা শুনি যে, কেউ মুখ ও চোখের অথবা এ দুটির কোনো একটির কুফলে মদীনা লাগিয়েছে, তখন অদ্ভুত এক অবস্থা ও প্রশান্তি অর্জিত হয়।

www.dawateislami.net

যে কেউ নেক আমল অনুযায়ী একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য আমল করবে, তবে সে اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকের প্রিয় হয়ে যাবে।

নেক আমল অনুযায়ী জীবন কাটানো যেহেতু দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত উপকার সম্বলিত, সেহেতু শয়তান এই চেষ্টা ভরপুর করবে যেন আপনি অবিচলতা না পান; কিন্তু আপনি হিম্মত হারাবেন না এবং মেহেরবানি করে অন্য ইসলামী বোনদেরও নেক আমল অনুযায়ী আমল করার উৎসাহ দিতে থাকবেন। দুই-একবার বললে কেউ আমল না করলে নিরাশ হবেন না বরং অনবরত বলতে থাকুন। কানে বারবার আসা কথা কখনো না কখনো অন্তরেও বসে যাবে। মনে রাখবেন! যদি একজন ইসলামী বোনও আপনার বুঝানোর কারণে আমল শুরু করে দেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله সেটি আপনার জন্য সাওয়াবে জারিয়া হয়ে যাবে, আপনি হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করবেন এবং اِنْ شَآءَ الله আপনার এলাকায় কুরআন ও সুন্নাতের দ্বীনি কাজ কেবল চলবেই না বরং দৌড়াবে; না না এর তো ডানা গজাবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে উড়তে শুরু করবে এবং اِنْ شَآءَ الله উভয় জাহানে আপনার তরি পার হবে।

تو ولی اپنا بنالے اُس کو ربِّ لم یزل | نیک اعمال پر کرتا ہے جو کوئی عمل

তু ওলী আপনা বনা লে উস কো রাব্বে লাম ইয়াযাল
নেক আমাল পর করতা হে জো কোয়ি আমল[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ. ৬৩৫।

www.dawateislami.net

মাদানী বাহার

করাচীর একজন ইসলামী বোনের হলফ করা বয়ানের সারাংশ হলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের পরিবার ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একজন মহান খলিফার বংশধর। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঐ মহান খলিফা আমার আম্মাজানের নানাজান ছিলেন এবং আমাদের পরিবারের সবাই তাঁরই মুবারকে হাতে বাইয়াত ছিলেন। তাঁর হাতে বাইয়াতের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল; কিন্তু আমলী জিন্দেগীতে আমাদের উদাহরণ ছিলো ময়লা কাগজের মতো। বিশেষভাবে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা থেকে বঞ্চিত ছিলাম, সেই সাথে ফ্যাশন প্রীতি এবং গান-বাজনা শোনার অভিশাপ ছেয়ে ছিল; রাগ ও খিটখিটে মেজাজ আমাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। আমার ফুফাতো ভাই (যিনি দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করে আমার ভাইকে দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের কেবল দাওয়াতই দেননি বরং নিজের সাথে নিয়ে যাওয়া শুরু করলেন। ভাইজান সুন্নাতে ভরা ইজতিমা থেকে ফেরার পর ইজতিমার বৃত্তান্ত শুনাতেন যাতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তম আলোচনা শোনার সুযোগ হতো, যার কারণে আমার দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের প্রতি এক ধরণের আপনত্ব অনুভব হতে লাগল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

৮. মাদানী কোর্স

(প্রতি যেলী স্তরে মাদানী কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা: একটি কোর্স; অংশীদার কমপক্ষে ১২ থেকে ১৯ জন)

বিভিন্ন জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ সম্বলিত কয়েক দিন বা ঘণ্টার সময়কালের আবাসিক ও অনাবাসিক কোর্স করানো হয়, যা সরাসরি ও অনলাইনে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

৮টি দ্বীনি কাজের প্রশ্নোত্তর

সম্পৃক্তা	সম্পৃক্তা বলতে এমন ইসলামী বোনদের বোঝায় যারা "বিশুদ্ধ আকিদা" সম্বলিত হয়, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে, বয়স কমপক্ষে ১২ বছর, সাপ্তাহিক বা মাসিক ইজতিমা নিজের বাড়িতে করে, ডোনেশন ও চামড়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে, নাত মাহফিল করে, প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা গার্লস, জামিয়াতুল মদীনা গার্লস, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, গলি গলি মাদরাসাতুল মদীনা, ফয়যান ইসলামিক স্কুল, দারুল মদীনায় পাঠ্যরতা বা যাদের সন্তানরা এগুলোতে পড়ে, নেক আমল পুস্তিকা জমাদানকারী, মাদানী চ্যানেল (মাদানী মুযাকারার দর্শক যিনি যোগাযোগেও রয়েছেন), সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠকারিণী, রূহানী চিকিৎসার স্টলে আগমনকারী, যাদের বাড়িতে সদকা বক্স রাখা আছে, যাদের বাড়িতে মৃতকে গোসল দেওয়া হয়েছে, যাদের বাড়িতে নিয়মিত মাসিক ফয়যানে মদীনা আসে, শর্ট কোর্স করেছে, ঘর দরস প্রদানকারী, আত্তারিয়া এবং ঐসব ইসলামী বোন যারা সাংগঠনিক যিম্মাদারদের যোগাযোগে রয়েছেন ইত্যাদি।
মুয়াল্লিমা	সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, নাত মাহফিল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দরস দেন।
মোট মুবাল্লিগা	যারা সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, নাত মাহফিল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বয়ান করেন।

www.dawateislami.net

মোট মুদাররিসা	**মুদাররিসা বলতে ঐ মুদাররিসাদের বোঝায়, যারা তাদরীসী টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ান (মুয়াল্লিমা এবং মুবাল্লিগাও প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা পড়াতে পারেন), তাঁরাও মুদাররিসাতের অন্তর্ভুক্ত হবেন।**

প্রশ্ন ১: "ঘরে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"র সংখ্যা কি ৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরণীতে গণ্য করা হবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ; ঘরে মাদরাসাতুল মদীনা বলতে নিজের ঘরের মুহরিম ইসলামী ভাই, আম্মা, বোন, শাশুড়ি, ননদ, দেবরের স্ত্রী, ভাসুরের স্ত্রী, মেয়েকে পড়ানো, যারা আগে থেকে কোনো মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ে না এবং যাদের তাজবীদও বিশুদ্ধ নয়।

প্রশ্ন ২: কোনো বিশিষ্ট নারীকে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা পড়ানোতে কি একটি মাদরাসা গণ্য হবে? এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কে?

উত্তর: যাদের অধীনে বা যাদের সাথে সম্পৃক্ত অনেক ব্যক্তি রয়েছে, তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। যদি দুইজনের বেশি পাঠকারিণী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হন তবে একটি মাদরাসা গণ্য হবে।

ঘর দরস

প্রশ্ন ৩: ঘর দরসে কোন কোন কার্যবিবরণী অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর: জামিয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্রী ও উস্তাদরা যারা ঘর দরস দেবেন তা জামিয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার কার্যবিবরণীতে গণ্য হবে; আর যেলী স্তর, ওয়ার্ড, ইউসি, তাহসিল ইত্যাদিতে যেখানে ইসলামী বোনেরা ঘর দরস দেন তা যেলী স্তরের ৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরণীতে গণ্য হবে।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন ৪: ইসলামী ভাইদের দেওয়া ঘর দরসও কি ইসলামী বোনদের ৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর: ইসলামী ভাই ঘর দরস দিলে ইসলামী ভাইদের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে, ইসলামী বোনেরা ঘর দরস দিলে ইসলামী বোনদের কার্যবিবরনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা

প্রশ্ন ৫: সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় কমপক্ষে কতটুকু অংশগ্রহণ হলে তা অংশগ্রহণ হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর: সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আগমন থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কমপক্ষে ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট শুনলে তার অংশগ্রহণ গণ্য করা হবে। (এই সময়ে মাদানী মুযাকারা ছাড়া অন্য কোনো সাংগঠনিক ব্যস্ততার অনুমতি নেই)

প্রশ্ন ৬: রাতে মাদানী মুযাকারা শুনতে কোনো অপারগতা হলে পরের দিন রিপিট (Repeat) লিংক মাদানী মুযাকারা দেখার ভিত্তিতে কি কার্যবিবরনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে?

উত্তর: যদি পরের দিন রিপিট লিংক মাদানী মুযাকারা দেখে নেন তবে কার্যবিবরনী অন্তর্ভুক্ত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন

প্রশ্ন ৭: প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগ সমূহের ছাত্রীদের অধ্যয়নের কার্যবিবরণী কোথায় অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর: প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগের ছাত্রীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানে কার্যবিবরণী দেবে।

এলাকায়ি দাওরা

প্রশ্ন ৮: যদি কোনো ইসলামী বোন একাই এলাকায়ি দাওরার ব্যবস্থা করেন তবে তা অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উত্তর: অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আমল সংশোধন

প্রশ্ন ৯: কোন বিভাগ সমূহের কার্যবিবরণী মাসিক কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে? কিছু বিভাগের দ্বীনি কাজের কার্যবিবরণীকেও ৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে; যেমন ফয়যান অনলাইন একাডেমিতে সবক পড়ানোর আগে দেওয়া দরস, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার শুরুতে হওয়া দরস এবং ও রূহানী চিকিৎসার স্টলে হওয়া দরস?

উত্তর: জামিয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা, ফয়যান অনলাইন মাদরাসাতুল মদীনার ভেতরে যে দ্বীনি কাজই হবে তা বিভাগের কার্যবিবরণীতে তো অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু ৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। হ্যাঁ, যদি মাদরাসাতুল মদীনা ও জামিয়াতুল

www.dawateislami.net

মদীনার ছাত্রী ও মুদাররিসারা কোনো যেলী স্তর, ওয়ার্ড, ইউসি বা তাহসিলে যিম্মাদারী বা সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী সেখানে গিয়ে দ্বীনি কাজ করেন তবে ৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাধারণ প্রশ্নসমূহ

প্রশ্ন কঃ জামিয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্রী ও মুদাররিসারা যেলী স্তর, ওয়ার্ড, ইউসি ও তাহসিলে ৮টি দ্বীনি কাজ করলে তা কি ৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরণীতেও অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ (কিন্তু জামিয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্রীদের নেক আমল পুস্তিকা ৮টি দ্বীনি কাজের কার্যবিবরনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে না)।

প্রশ্ন খঃ ৮টি দ্বীনি কাজের বিভাগসমূহের (প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, এলাকায়ি দাওরা এবং আমল সংশোধন) কার্যবিবরণী কি সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের সাথে ট্যালি (Tally) করতে হবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের তাহসিল, ডিস্ট্রিক্ট যিম্মাদারদের সাথে ট্যালি করতে হবে। (কার্যবিবরণীতে পার্থক্য দেখা দিলে ডিস্ট্রিক্ট/ ডিভিশন নিগরানকে অবহিত করুন এবং নিগরান যে কার্যবিবরণী ওকে করবেন সেটিই অন্তর্ভুক্ত হবে)। নোটঃ তুলনামূলক পর্যালোচনায় অস্বাভাবিক উন্নতি বা অবনতি হলে তা পুনরায় নিশ্চিত (Reconfirm) করে নিন। কোনো বিশেষ ইভেন্ট (Event)-এর কারণে

www.dawateislami.net

কার্যবিবরনীতে অস্বাভাবিক উন্নতি বা অবনতির ব্যাখ্যাও সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট / ডিভিশন / প্রদেশ / সিটি নিগরানকে দিতে হবে।

যেলী স্তরে ৮টি দ্বীনি কাজের অবস্থা

যেকোনো যেলী স্তরে ৮টি দ্বীনি কাজের অবস্থাকে এইভাবে দেখা যেতে পারে যে, ঐ যেলী স্তর ৮টি দ্বীনি কাজে দূর্বল, উপযুক্ত, ভালো নাকি চমৎকার?

৪টির কম দ্বীনি কাজ দূর্বল	৪টি দ্বীনি কাজ উপযুক্ত	৬টি দ্বীনি কাজ ভালো	৮টি দ্বীনি কাজ চমৎকার

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দেওয়া জীবন এবং অতিবাহিত হওয়া নিঃশ্বাসকে নষ্ট করার পরিবর্তে প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খুব চেষ্টা করতে থাকুন। নেকির দাওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে নিজেদের যেলী স্তরে ৮টি দ্বীনি কাজের সাড়া জাগিয়ে দিন; এর বরকতসমূহ আপনারা নিজেদের চোখে দুনিয়াতেও দেখবেন এবং আল্লাহ পাকের রহমতে আখিরাতের সম্পদও অর্জিত হবে। আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া যে, তিনি আমাদের সবাইকে খুব একাগ্রতা এবং ভালো ভালো নিয়তের সাথে দ্বীনি কাজ করতে থাকার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

দরুদ পাকের ফযীলত ১
নেকির দাওয়াতের সফর..... ২
দাওয়াতে ইসলামীর সফর.....৪
সর্বপ্রথম দ্বীনি কাজ..... ৬
দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সেটআপ.....৭
৮টি দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ৮
এই দ্বীনি কাজগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৯
দৈনিক ২টি দ্বীনি কাজ..... ৯
১. ঘর দরস..... ৯
ঘর দরস দেওয়ার উদ্দেশ্য.....১৩
দরস দেওয়ার পদ্ধতি.....১৪
দরসের শেষে এভাবে উৎসাহ প্রদান করুন! ১৫
২. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা.....১৮
প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার একটি নতুন পদক্ষেপ ২০
ঘরে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার সংজ্ঞা ২০
সাপ্তাহিক ৪টি দ্বীনি কাজ ২২
৩. সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা.....২৩
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ২৩
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল ২৪
স্থানীয় ভাষায় মাসিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল (বিদেশে) ২৫
দোয়ায়ে আত্তার: ২৬
৪. এলাকায়ি দাওরা ২৭
৫. সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ..... ৩০

www.dawateislami.net

৬. মাদানী মুযাকারা.....৩১
মাসিক ২টি দ্বীনি কাজ..... ৩৪
৭. নেক আমল ৩৪
নেক আমল সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী..... ৩৪
মাদানী বাহার ৩৬
৮. মাদানী কোর্স..... ৩৭
৮টি দ্বীনি কাজের প্রশ্নোত্তর ৩৭
ঘর দরস ৩৮
সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা ৩৯
সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন.....৪০
এলাকায়ি দাওরা ৪০
আমল সংশোধন ৪০
সাধারণ প্রশ্নসমূহ..... ৪১
যেলী স্তরে ৮টি দ্বীনি কাজের অবস্থা ৪২

www.dawateislami.net

অন্তর নরম করার উপায়

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত আছে যে, এক নারী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا -এর কাছে নিজের হৃদয়ের কঠোরতার (অর্থাৎ মনের কাঠিন্যের) কথা উল্লেখ করলেন। তখন তিনি (আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) বললেন: "মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, তোমার অন্তর নরম হয়ে যাবে।" সেই নারী যখন তাই করলেন, তখন তাঁর অন্তর নরম হয়ে গেল এবং তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا-এর কাছে উপস্থিত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

(আল-রওজুল ফায়েক, মৃত্যু ও কবর যিয়ারত আলোচনা সংক্রান্ত ৩য় মজলিস, পৃষ্ঠা: ২৩)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net